গণসাক্ষরতা অভিযান
CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION (CAMPE)

কোভিড-১৯

‘ভয় নয়, প্রয়োজন সচেতনতা, সতর্কতা ও ঝুঁকি প্রশমনে বিনিয়োগ’

২ জুন ২০২০

জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মাননীয় অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে করোনা মহামারী-র কারণে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিতে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে স্মারকলিপি।

মাননীয় মন্ত্রী,
বাংলাদেশে শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সহস্রাধিক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষা অধিকার কর্মীদের ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষ থেকে আপনাকে সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

করোনাকালীন সময়ে বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রয়াস বিশেষ করে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিকখাতে বেশ কয়েকটি পুনরুদ্ধার উদ্যোগ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দূর্ভোগ লাঘবে সহায়ক হয়েছে। এজন্য আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিগত দুই দশকে শিক্ষায় আমাদের অগ্রযাত্রা সমুন্নত রাখার জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেটকে সামনে রেখে এখনই একটি শিক্ষা পুনরুদ্ধার কার্যক্রম (Education Recovery Programme) হাতে নেওয়া প্রয়োজন। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এর সাথে সঙ্গতি রেখে **উন্নয়ন অগ্রযাত্রা সমুন্নত রাখতে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১, নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি ২০১৬ বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এবারের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।**

সম্প্রতি গণসাক্ষরতা অভিযান ১১৫টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং ১১টি শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের মতামত জরিপ ও দেশ বিদেশের সাম্প্রতিক গবেষণা ও ‘এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি’ উদ্যোগ পর্যালোচনা করে দেখেছে যে, করোনা-র সরাসরি প্রভাব হিসেবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সরকার এ পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষাকর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও এর মাধ্যমে এখনো সব শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, তবুও সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

‘কোভিড ১৯’-এর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় শিক্ষার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে শিক্ষা নিরাপত্তার পাশাপাশি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, আয় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

5/14 Humayun Road, Mohammadpur, Dhaka-1207, Tel : 880-2-58155031-32, 9130427, 58153417, Fax : 9123842. E-mail : info@campebd.org, Website : www.campebd.org

এইলক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়নে শিক্ষাখাতে Revenue ও Development বাজেট উভয়ক্ষেত্রেই মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাসমূহ আপনার সদয় বিবেচনা ও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করছিঃ

১. শিক্ষা পুনরুদ্ধারে বিশেষ পরিকল্পনা

- করোনা ঝুঁকি প্রশমন ও এডুকেশন রিকভারি কার্যক্রমের আওতায় বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দসহ কমপক্ষে দুই/তিন বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।
- ঐ বিশেষ পরিকল্পনায় পাঠদান, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আশ্বস্থ করা, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষাসমূহ বাদ দেওয়া ও পাঠদানের রুটিন সমন্বয় করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

২. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

- আগামীদিনের শিক্ষা হবে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর। এইজন্য অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যালয় পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ অত্যন্ত জরুরি বিধায় এখাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ আবশ্যক;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ মনিটরিং-এর লক্ষ্যে আইসিটি-র ব্যবহার বিশেষ করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য Massive Online Open Course (MOOC) চালু করা এবং এসব কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন ও বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

৩. তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে আন্ত-প্রতিষ্ঠান সমন্বয়

- বিটিআরসি, এটুআই, আইসিটি বিভাগ, এনসিটিবি, ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থা, মোবাইল অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবা প্রদানকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থাপনার একটি সুদৃঢ়ভিত্তি তৈরি করার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন। ICT ভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট এনজিওদের এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা যেতে পারে;
- ICT সহায়ক কারিকুলাম ও টেক্সট বই, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রণয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা, যেন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী ট্যাবলেট বা যুগোপযোগী অন্য কোনো আইসিটি ডিভাইস পায় সেই বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া। **দেশের অভিজ্ঞ/দক্ষ শিক্ষকের ক্লাসে যেন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও অংশগ্রহণ করতে পারে সেই লক্ষ্যে ইন্টারনেটের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেওয়া।**

৪. শিক্ষকদের সহায়তা ও প্রণোদনা

- এবারের বাজেটে শিক্ষকদের সহায়তা ও প্রণোদনা দেওয়া, বিশেষ করে শোভন জীবনযাপনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এমপিওভুক্ত এবং ননএমপিও শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি করোনাকালীন এবং করোনা পরবর্তী সময়ে নিয়মিত প্রদান নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে ইন্টারনেটভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার্থী মূল্যায়নে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে যথাযথ বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন।

৫. স্থানীয় পরিকল্পনা ও জনঅংশগ্রহণ

- উপজেলাভিত্তিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর জোর দিয়ে স্থানীয় সরকার এবং শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত এনজিওসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক।

৬. সামাজিক সুরক্ষা

- শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা, বিশেষ করে উপবৃত্তি ও স্কুল মিল কার্যক্রম উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ সকল পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর জন্য সম্প্রসারণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

এছাড়াও প্রতিবন্ধী, আদিবাসী/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর-হাওর ও উপকূলীয় এলাকা, দুর্গম এলাকা, শহরের বস্তি এবং গ্রামীণ জনপদের শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

- **স্কুল মিল কার্যক্রমে শিশুর বয়সভিত্তিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তি (Calorie Intake Need)-এর অন্তত ৩০% এবং অনুপুষ্টি (মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট) চাহিদার অন্তত ৫০% যেন স্কুল মিল থেকে নিশ্চিত করা যায় সেভাবে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া।**
- সরকারের অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যালয়গামী শিক্ষার্থী বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত অভিভাবকদের অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া, যেমন - ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত চাল, বিধবা ভাতার ক্ষেত্রে পোষ্য শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।

৭. শিক্ষা গবেষণার প্রসার

- কৃষিখাতে গবেষণার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার বর্তমান বাস্তবতা, ভবিষ্যৎ চাহিদা (যেমন-আইসিটি-র প্রসার) এবং করোনাকালীন ও করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে এডুকেশন রিকাভারি প্লান প্রণয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেওয়া।
- বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষণাসংগঠনগুলোকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার জন্য সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে বাজেট বৃদ্ধি করা।

৮. বাজেট বরাদ্দ ও বাজেট ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধি

- **শিক্ষার অর্জনসমূহ ধরে রাখা ও অনাকাঙ্খিত বিপর্যয় রোধে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে ন্যূনতম ১৫% বরাদ্দ দেওয়া।** বাজেট ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থের যথাযথ ব্যবহার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।
- **জাতীয় বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য 'শিক্ষা সেস' (Education Cess) প্রবর্তন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'শিক্ষা তহবিল' গঠন করার প্রস্তাব রাখছি।** Education Cess আপাতত প্রাক-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর পর্যন্ত ব্যবহারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা যেতে পারে।
- শিক্ষায় অর্থায়ন বৃদ্ধির জন্য কর ন্যায্যতা (Tax Justice) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে করের আওতা বৃদ্ধিসহ কর-কাঠামো যথাযথভাবে সাজানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কর অবকাশ (Tax Holiday) ও কর ফাঁকির বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার সুপারিশ করছি।

৯. সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার

- দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, সুবিধা বঞ্চিত যুবদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে স্বল্পমেয়াদি কোর্সের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া এবং এগুলোর কারিকুলাম, শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ঢেলে সাজানোর জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রয়োজন।

সম্মানিত নীতিনির্ধারক,

১০. ন্যূনতম শিখনফল অর্জনে বিশেষ উদ্যোগ

- বিদ্যালয়ভিত্তিক Teaching-Learning-এর মাধ্যমে ন্যূনতম শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যে মহামান্য আদালতের রায় অনুযায়ী শিক্ষায় বাণিজ্যিকিকরণ ও কোচিং বাণিজ্য নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার সুপারিশ করছি।

১১. সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কতিপয় বিশেষ উদ্যোগ

- **প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত যে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, তার পরিধি বাড়িয়ে শহরের বস্তি এলাকা ও এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই উপবৃত্তির আওতায় আনা এবং উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ ১৫০ টাকা থেকে শিক্ষার্থী প্রতি অন্তত ৩০০ টাকায় উন্নীত করার দাবি জানাচ্ছি।**
- 'কোভিড ১৯' পরবর্তী সময়ে মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা বলয় গঠন, সামাজিক আন্দোলনের প্রসার এবং সুরক্ষা কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ বরাদ্দের দাবি করছি।
- **বিদ্যালয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে 'ওয়াস ব্লক' উন্নয়ন, সাবানসহ সেনিটেশন সামগ্রীর পর্যাপ্ত জোগান, পর্যাপ্ত জীবানুনাশক ও মাস্ক** (Mask) **সরবরাহ এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।**
- প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষে বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া সুপারিশ করছি।
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় সকল বই বিনামূল্যে বিতরণ করা এবং আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলমান পাঁচটি ভাষার পাশাপাশি আরও অন্তত পাঁটটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেওয়া দাবি করছি।
- সকল দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব স্তরের বই ছাপানোর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দরকার।

সম্মানিত জনপ্রতিনিধি,

আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ মানুষের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০৪১' ও বঙ্গবন্ধু-র স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাই প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। **তাই শিক্ষাক্ষেত্রে এযাবৎকালের সকল অর্জন ধরে রাখা ও করোনার ঝুঁকি মোকাবেলায় জন্য ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে ন্যূনতম ১৫% বরাদ্দ দেওয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই বলে আমরা মনে করি।**

সরকারের একান্ত সদিচ্ছা, যথাযথ কৌশল ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ SDGs-এ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ-এর অঙ্গীকার পূরণে ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে নতুন মাত্রা যুক্ত করবে, বেগবান হবে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস– এ আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

মাননীয় মন্ত্রী, আপনাকে আবারও ধন্যবাদ।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহস্রাধিক সহযোগী সংগঠন ও লক্ষাধিক কর্মীর পক্ষে,

রাশেদা চৌধূরী

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
গণসাক্ষরতা অভিযান